‘স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা’র লক্ষ্যে

সংবাদ সম্মেলন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৩ নভেম্বর, ২০০৯)

একটি কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকারের লক্ষ্য হলো প্রশাসনের সকল স্তরে জনপ্রতিনিধিদের শাসন কায়েম করে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ভিতের ওপর দাঁড় করানো। একইসাথে স্থানীয় পর্যায় থেকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে বেগবান এবং স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার চর্চা নিশ্চিত করা। এ সকল লক্ষ্যকে সফল করার জন্য প্রয়োজন হবে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি করা। আর জনগণকে তথ্য প্রদান করে ক্ষমতায়িত করার মধ্য দিয়েই তা অর্জন করা সম্ভব।

আমাদের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে জনগণকে সকল ক্ষমতার মালিক বলে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে নানা উপায়ে তাদেরকে ক্ষমতাহীন করা হয়েছে – ক্ষমতাসীনদের কাছে তারা বহুলাংশে ভেড়ার পাল হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে। জনগণকে ক্ষমতাহীন করার একটি প্রক্রিয়া হলো তাদেরকে তথ্য থেকে বঞ্চিত করা, কারণ বর্তমান সময়ে ইনফরমেশনই ‘পাওয়ার’ বা তথ্যই ক্ষমতা। তথ্য পেলে নিঃসন্দেহে জনগণ ক্ষমতায়িত হয় এবং তারা আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়। ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার সক্ষমতা তারা অর্জন করে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়বদ্ধ করতে পারে।

তথ্য প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে একটি নাগরিক অধিকার। এটি ‘মালিকে’র সত্য জানার অধিকার, কারণ রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। অনেকের মতে, এটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার – তাদের বাক বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। যেমন, ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের মতে, প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অংশ, কারণ তারা মত প্রকাশ করেন ভোটের মাধ্যমে। ভারতীয় আদালত বলেন: “Under our Constitution, Article 19(1)(a) provides for freedom of speech and expression. Voter’s speech or expression in case of election would include casting of votes, that is to say, voter speaks out or expresses by casting vote. For this purpose, information about the candidate to be selected is a must. [*Union of India vs Association of Democratic Reforms and Another* (2002) 5 SCC] (‘আমাদের গঠনতন্ত্র [অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এ)] বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। নির্বাচনে ভোট দেয়া ভোটারদের বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ভোটাররা সরব হয় বা মত প্রকাশ করে ভোটের মাধ্যমে। তাই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের তথ্য প্রাপ্তি অতি আবশ্যকীয়।’) আমাদের বিজ্ঞ আদালতও পরবর্তীতে একই ধরনের মতামত প্রকাশ করেছেন। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করার এখতিয়ার কারোরই নেই এবং আদালতের মাধ্যমে তা বলবৎ করা সম্ভব।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগতমানে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ২০০৫ সালে একটি যুগান্তকারী রায় প্রদান করে। রায়ে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের শিক্ষা, সম্পদ, দায়-দেনার বিবরণ, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি তথ্য হলফনামা আকারে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সংগ্রহ করে তা ভোটারদের মধ্যে বিতরণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ রায়ের বিরুদ্ধে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে জনৈক আবু সাফার নামে একটি স্বার্থান্বেষী মহল আপিল দায়ের করে, বহু নাটকীয় ঘটনার পর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ যা অগ্রাহ্য করেন।

পরবর্তীতে জারি করা স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত সবগুলো অধ্যাদেশে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্রের সাথে তথ্য প্রদানের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এর ভিত্তিতে ৪ আগস্ট ২০০৮ তারিখে ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ৯টি পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২২ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীগণকে একই ধরনের তথ্য প্রদান করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নবম জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশকৃত সকল আইন থেকেই এ বাধ্যবাধকতা রহিত করা হয়, যদিও আজ এটি একটি জনদাবি। অর্থাৎ যে অধিকার ভোটারগণ পূর্বে ভোগ করেছিল এবং যার পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে, সে অধিকার তাদের থেকে হরণ করা হয়। নাগরিক হিসেবে আমরা এ ধরনের সিদ্ধান্তের কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পাই না।

উল্লেখ্য যে, ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ২০০৩ সালে প্রদত্ত একটি ঐতিহাসিক রায়ে বলেন: ‘গণতন্ত্র যাতে গুণ্ডাতন্ত্র এবং উপহাস বা প্রহসনে পরিণত না হয় তা নিশ্চিত করতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য ভোটারদের তথ্য প্রাপ্তি জরুরি। বিভ্রান্তিমূলক তথ্য, ভুল তথ্য, তথ্যের অনুপস্থিতি – এ সবই নাগরিকের অসচেতনতার জন্য দায়ী। আর এর ফলে গণতন্ত্র গুণ্ডাতন্ত্র ও প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য।’ [পিইউসিএল বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (২০০৩) ৪ এসসিসি] কারণ তথ্য হলো গণতন্ত্রের জীবনীশক্তি।

আমরা মনে করি যে, আমাদের রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করার স্বার্থে আমাদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থীদেরও তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা উচিৎ, যাতে ভোটারগণ জেনে-শুনে-বুঝে সজ্জনের পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগতমানে পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে, যা আজ অতি জরুরি।

সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণের জন্য আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আমরা মনে করি যে, কমিশনের এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় রয়েছে। কারণ আলতাফ হোসেন চৌধুরী বনাম আবুল কাশেম মামলার রায়ে [৪৫ডিএলআর(এডি)(১৯৯৩)] বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বলেন যে, ‘‘তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ’ করার বিধানের অর্থ হলো যে, শুধুমাত্র সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের আইনগত বিধি-বিধানের সাথে সংযোজন করার এখতিয়ার রয়েছে।’ জনস্বার্থ বিবেচনা করে এ ব্যাপারে মাননীয় সংসদ সদস্যদেরকেও এগিয়ে আসার জন্য আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। এক্ষেত্রে সরকারও তার করণীয় করবে বলে আমরা আশা করি। রাজনৈতিক দলগুলোরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে। একইসাথে সকল সচেতন নাগরিককে বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হওয়ার আমরা আহ্বান জানাই।

আমরা বিশ্বাস করি যে, গণমাধ্যম অতীতের ন্যায় তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের বিষয়টি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করবে।

ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের মতে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকার ভোটারদের বাক স্বাধীনতার অর্থাৎ মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর বিভিন্ন প্রদেশে 'ইলেকশন ওয়াচ' নামে নাগরিক উদ্যোগ গড়ে উঠে। এ সকল উদ্যোগ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের প্রচেষ্টার ফসল। এ সকল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান প্রাদেশিক ও জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্য জনগণের মধ্যে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একইসাথে তারা আরো তথ্যপ্রাপ্তির এবং অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের পক্ষে সোচ্চার হন এবং জনমত সৃষ্টি করেন। ভারতীয় গণমাধ্যম 'ইলেকশন ওয়াচে'র সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। নির্বাচন কমিশনও তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। ফলে ভারতীয় নির্বাচনী পদ্ধতিকে আরো স্বচ্ছ এবং সৎ ও স্বচ্ছ ব্যক্তিদের নির্বাচিত করার ব্যাপারে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠেছে। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত পোক্ত করতে হলে আমাদেরকেও এমন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। কারণ তথ্য হলো গণতন্ত্রের জীবনীশক্তি।

আরও উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী আরেকটি রায়ে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে বাক-স্বাধীনতা তথা নাগরিকের মৌলিক অধিকারের অংশ হিসেবে দেখেন। আদালত ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া বনাম এডিআর [(২০০২) ৫ এসসিসি] মামলার রায়ে বলেন: 'আমাদের গঠনতন্ত্র [অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এ)] বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। নির্বাচনে ভোট দেয়া ভোটারদের বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ভোটার সরব হয় বা মত প্রকাশ করে ভোটের মাধ্যমে। তাই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের তথ্য প্রাপ্তি অতি আবশ্যকীয়।' আমাদের বিজ্ঞ আদালতও একই ধরনের মতামত প্রকাশ করেন। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কারোরই নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করার এখতিয়ার নেই এবং আদালতের মাধ্যমে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব।

কমিশনকে সহায়তার হস্ত প্রসারিত করা আবশ্যক। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোও এগিয়ে আসবে বলে আশা করি, কারণ তাদের সহায়তা ছাড়া জনগণের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভবপর নয়।